

ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারোট

By Tanvir Hussain on Thursday, March 17, 2016 at 4:52pm

by Shanjid Islam Sharod

১। ইতিহাস : নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, এদের ঘাটি ইন্ডিয়া। তবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং ইন্ডিয়া ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে বিরাজমান। ব্রিটিশ প্রকৃতি বিগ্যানি "চার্লস স্কোপোলি" সর্বপ্রথম এদের বর্ণনা দেন। এদেরকে "রোজ রিংড প্যারোট" ও বলা হয়ে থাকে।

২। দৈহিক গঠন : রিংনেকের যেই জিনিসটা সবার আগে চোখে পড়ে সেটা হলো ইয়া লম্বা একটা লেজ। লেজসহ সম্পূর্ণ দেহের দৈর্ঘ্য ১৬-১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। ঠোঁট টা টুকটুকে লাল রঙ এর। ছেলেদের গলায় লাল বা কালো রং এর একটা রিং থাকে, যা ১৮ মাস থেকে ৩ বছর বয়স হওয়ার পর পরিষ্কার ভাবে দৃশ্যমান হয়। চোখ হলুদ অথবা কালো, চারপাশে লাল রঙ এর আইরিস রিং থাকে। ওজন ১২০-১৩৫ গ্রাম।

৩। জাত বা মিউটেশন : রিংনেকের বহু মিউটেশন আছে, যা ক্রমবর্ধমান। তবে এদের মধ্যে এ্যালবিনো, লুটিনো, ভায়োলেট, ব্লু গ্রীণ, বাটারক্যাপ, লেসউইং, অলিভ, গ্রে, ক্লিয়ার হেড, ক্লিয়ার টেইল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সবুজ রিংনেক গুলো একদম আমাদের দেশি টিয়ার মত দেখতে। তাই অনেকেই ঘুলিয়ে ফ্যালেন। সবুজ রিংনেকের রং দেশি টিয়া অপেক্ষা একটু হালকা, কলাপাতার মত এবং আকারে দেশি টিয়া অপেক্ষা একটু ছোট।

৪। আচার-আচরণ : রিংনেক খুবই সামাজিক একটি পাখি। মানুষের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করে। তবে একটু অবহেলা করলেই এনাদের মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। তাই প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আবশ্যিক। এদের পরিবারের আর কোনো প্যারোটের ক্ষমতা নেই এদের মতো এত সুন্দর করে কথা বলার। প্রায় ২০০ টি পর্যন্ত শব্দ এদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব। পাশাপাশি উচ্চস্বরে শিষ দেওয়াতেও এদের জুড়ি নেই।

৫। বয়স নির্ধারণ : বাচ্চারা সাধারণত মেয়ে পাখির মত হয়, ছেলে ও মেয়ে কারোর ই গলায় রিং থাকে না এবং চোখের চারপাশের আইরিস রিং টা থাকে অনুজ্জ্বল। আর বয়স্ক পাখিদের মতো অতটা জোরে শব্দ করে না, তবে মৃদু স্বরে চিংকার করতে পারে।

৬। ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ : সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা ইতোমধ্যেই বলেছি, সেটা হলো গলার রিং। পাশাপাশি, ছেলেরা বরাবরই একটু বেশি চঞ্চল এবং উচ্চভাষী। এছাড়া পেলভিক বোন টেস্ট এবং DNA টেস্ট তো আছেই।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে বোঝার একমাত্র উপায় হলো DNA টেস্ট।

৭। খাঁচা : রিংনেক বেশ লম্বা একটি পাখি এবং এর মূল সৌন্দর্যই হলো লম্বা লেজটি। সুতরাং এদের খাঁচাটিকেও যথেষ্ট বড় হতে হবে। ব্রিডিং পেয়ারের জন্য সর্বোত্তম মাপ ৫ ফিট"২ ফিট"৩ ফিট, তবে প্রয়োজন অনুসারে কমবেশি করা যেতে পারে। সিঙ্গেল পাখির জন্য ৩৬"২৪"২৪ যথেষ্ট। খাঁচায় প্রচুর পরিমাণে খেলনা দিতে হবে এবং সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৮। খাবার-দাবার : প্রকৃতিতে রিংনেকের প্রধান খাবার বিভিন্ন শাকসবজি এবং ফলমূল। পাশাপাশি বিভিন্ন সীড এবং বাদাম জাতীয় শস্যও এরা খেয়ে থাকে। তাই খাঁচায় সীডমিক্সের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম শাক, কুমড়া, পেপে, ব্রকোলি, গাজর এবং ফলমূলের মধ্যে আপেল, কলা, তরমুজ, ফুটি, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি দিতে হবে। সীডমিক্সে ধান, সূর্যমুখি ও কুসুম ফুলের বীজ, চীনা, বাজরা, হেম্প সীড, তিশি, গুজিতিল ইত্যাদি দেওয়া যায়।

৯। ব্রিডিং : রিংনেক দেড় বছরের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়, কিন্তু ২ বছরের আগে ব্রিড করানো উচিত নয়। মেয়ে পাখি ৩-৬ টা সাদা রং এর ডিম পাড়ে। ২-৩ টা ডিম পাড়ার পর তা দেওয়া স্টার্ট করে। একাই তা দেয়। সবকিছু ঠিক থাকলে ২৪-২৬ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা প্রায় ২ মাস সময় নেয় বাবা-মা থেকে আলাদা হতে। এসময় এরা বেশ এ্যাগ্রেসিভ থাকে, তাই কোনোভাবেই পাখিকে বিরক্ত করা যাবে না। বছরে ১ থেকে ২ বারের বেশি ব্রিড করানো উচিত নয়।

১০। আয়ুষ্কাল : সঠিক যত্ন নিলে এবং পর্যাপ্ত শাকসবজি-ফলমূল সরবরাহ করলে খাঁচায় একটি রিংনেক প্যারোট কে ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব। তবে বনে এরা মাত্র ১০-১৫ বছর বাঁচে।

১১। দরদাম : প্রতিজোড়া, বয়স্ক পাখি, গ্রীণ = ৩-৪ হাজার ব্লু = ২০-২৫ হাজার লুটিনো (হলুদ) = ২৫-৩০ হাজার এ্যালবিনো (সাদা) = ৩০-৪০ হাজার। ক্লিয়ার হেড & টেইল = ৪০-৫০ হাজার।

১২। বাংলাদেশে রিংনেক : বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকেই রিংনেকের সফল ব্রিডিং করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে বলতে হয় Saruma Aviary BD (সেলিম) ভাইয়া, Birds Heaven (মাসুদ) ভাইয়া, Tahsin Rahman Abir ভাইয়া, Ronyraz Ahmed ভাইয়া, Ashfaqur Rahman ভাইয়া এনাদের কথা। এছাড়াও আরো অনেকেই রিংনেকের ব্রিডিং এ সফলতার দেখা পেয়েছেন। আশা করি মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পেরেছি। এর বাইরে কিছু জানার থাকলে অবশ্যই জানাবেন।
ধন্যবাদ।